

রাজনৈতিক শত্রু ও প্রতিপক্ষের মধ্যে পার্থক্য এবং উচ্চ ডিগ্রীধারী শিক্ষিত অঙ্গ ।

ই-ফোরামগুলির ঐকবদ্ধ হওয়ার জন্য ডঃ বিপ্লব পাল আহসান জানিয়েছেন। উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু বিবেচ্য বিষয় হলো প্রস্তাবটি বাস্তবসম্মত কিনা। সকলেই জানেন তেল ও পানি মিশে না, অর্থ্যাৎ ঐক্য হয় না। গবেষণাগারে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বহু পদার্থের মিলন বা ঐক্য হয়, যা মানব কল্যাণে ব্যবহৃত হয়। আবার এমন রাসায়নিক ঐক্য বিদ্যমান, যা প্রয়োগে মানব সমাজ ধ্বংস হয়, যেমন এটোম বোম। তাই ঐক্যের ব্যাপারে ই-ফোরামগুলির বৈশিষ্ট ও চরিত্র বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

সমাজ বিভিন্ন উপাদানে গঠিত একটা খোলা সংশ্রয় (System)। কোনো কোনো উপাদান সমাজ অগ্রগতির সহায়ক, আবার কোনো কোনো উপাদান বিপরীত ভূমিকা পালন করে। আবার কোনটা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। সমাজে বিদ্যমান উপাদানগুলির প্রয়োজনীয়তা বা অপ্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করতঃ বাতিলের ক্ষমতা কারো নেই। সংশ্রয়ের ধর্ম হলো ভারসাম্য রক্ষা করা। কিন্তু বিদ্যমান বিপরীতমুখি উপাদানের দ্বন্দ্ব সংশ্রয়ের ভারসাম্য নষ্ট এবং মানবতা পথদলিত করে সমাজকে গতিশীল করে। দ্বন্দ্ব সৃষ্টির কারণ হলো সামাজিক উৎপাদন নিয়ন্ত্রন, অর্থ্যাৎ ব্যক্তি, গোষ্ঠি ও সমষ্টি স্বার্থ। আলোচ্য এই মূখ্য কারণের সাথে মাঝে মাঝে অবৈরী কারণ যুক্ত হয়। দ্বন্দ্বের অবৈরী কারণের মধ্যে ধর্ম একটি। এই দ্বন্দ্ব কোনো কোনো সময় সুপ্ত অবস্থায় চলমান থাকে। তবে সামাজিক দ্বন্দ্ব যখন হিংস্রতায় পরিণত হয়, তখন মানবতা লঙ্ঘিত হয়। স্বার্থের ব্যাপারে সচেতনতা উপলব্ধির ভিন্নতা এবং সামাজিক বিভিন্ন কারণে দ্বন্দ্ব জড়িত দুই ধারার উপাদানগুলির সকলেই দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে না। বিভিন্ন স্বার্থ এবং স্বার্থে উপলব্ধির ভিন্নতার কারণে সমাজে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অবির্ভাব ঘটে। ফলে রাজনৈতিক দলগুলির উদ্দেশ্য ও রণকৌশল ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই রাজনৈতিক দলগুলিকে মিত্র, প্রতিপক্ষ ও শত্রু চিনতে হয়। প্রতিপক্ষের সাথে হয় শান্তিপূর্ণ ভাবে সুস্থ প্রতিযোগিতা। কিন্তু শত্রুর প্রতিযোগিতার সাথে যুক্ত হয় হিংস্রতা। শত্রু নিজ বা মিত্র অথবা প্রতিপক্ষের দলে অবস্থান করতে পারে। বঙ্গবন্ধু শত্রু ও প্রতিপক্ষ চিনতে ভুল করেছেন বিধায় জীবন দিয়েছেন। একই ভুল করেছিলেন রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজার (ইতিহাসের প্রথম রাজনৈতিক হত্যা) এবং বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লাহ।

কে কার মিত্র, প্রতিপক্ষ ও শত্রু, তা পরিষ্কার হয়ে যায় বিভিন্ন ই-ফোরামগুলির স্ব স্ব মিশনে বর্ণিত বক্তব্যে এবং প্রকাশিত বিভিন্ন লেখা পর্যালোচনায়। ভিন্নমত ও তার সমর্থকদের বিবেচনায় সমাজতন্ত্র ও ইসলাম ধর্মকে গালাগালি ও নাস্তিকতা প্রচার হলো প্রগতিশীল হওয়ার মাপকাঠি। তাই মার্কিন নব্যকনের সমর্থক ইহুদী মৌলবাদীদের মুখপাত্র ড্যানিয়াল পাইপের প্রতিশ্রুতি করে চলছে ভিন্নমত ফোরাম। সমরাস্ত্র নির্ভর পুজি নিজ স্বার্থে রাজনৈতিক উত্তেজনা সক্রিয় রাখার লক্ষ্যে স্নায়ু যুদ্ধ কালীন সময় ইসলামি মৌলবাদকে উৎসাহ দেয়। স্নায়ু যুদ্ধ অবসানে উত্তেজনা হ্রাস পেলে সমরাস্ত্র ব্যবসার মন্দাভাব পরিলক্ষিত হয়, ফলে সমরাস্ত্র ব্যবসা চাঙ্গা করার লক্ষ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ৯/১১ সৃষ্টি করে প্রভুর উক্ত খায়েস পূরণ করেছে মৌলবাদী ওসমা বিন লাদেন। প্রভুর তথ্য মিডিয়া ৯/১১কে পুজি করে ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসী পৃথিবীর ১.৩ বিলিয়ান মুসলমান, অর্থ্যাৎ ইসলামিষ্টদের (অভিধানিক অর্থে)কে বলিরপাঠা বানিয়ে গালাগাল দিচ্ছে। প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে ভিন্নমত প্রজ্জ্বলিত উক্ত অগ্নিতে ঘৃত ঢেলে নব্যকনী পুজিবাদী ব্যবস্থা ও পশ্চিমা ধর্মের গণতন্ত্র উৎসাহ দিয়ে চলছে।

ভিন্নমত সম্পাদকের বর্ণিত উক্ত কার্যকলাপের প্রতিবাদ করেছেন মুক্তমনা ওয়েব সাইটের অনন্ত। কারণ আদর্শগত ভাবে "ভিন্নমত" ও "মুক্তমনা" বিপরীতমুখি। মার্কিন পুজি, তার উষা লগ্ন থেকে মানবতাবাদি মুক্তমনার মানবতা পদে পদে পথদলিত করেছে ও করছে, যার বর্ণনা অনন্ত দিয়েছেন। পানির ধর্ম যেমন উচু থেকে নীচে গড়ানো, তেমনি পুজির ধর্ম উত্তেজনা সৃষ্টি বা যুদ্ধ করা এবং মানবতা পথদলিত করা। এমতাবস্থায় ভিন্নমত ও মুক্তমনার ঐক্য হবে শিয়ালের কাছে মুরগী বর্ণা দেয়ার সামিল।

শ্রেনী বিভক্ত সমাজে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব থাকবে। মার্কিন সমাজেও দ্বন্দ্ব আছে। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেও আলোচ্য এই দ্বন্দ্ব কোনো কোনো সময় কোনো কোনো মানুষের দৃষ্টি গোচর নাও হতে পারে, তবে সহ্যের বাইরে গেলে ভাইওলেট আকার ধারণ করবে। মেয়র অফিসে ঘোরাঘোরি করলে অথবা সোশাল ডারইউনিজমে অর্থ্যাৎ আধুনিক ব্রাঙ্কণবাদে আক্রান্ত হলে মার্কিন সমাজের দ্বন্দ্ব কখনো দেখা যাবে না। ৯০% মার্কিনীরা তদীয় সম্পদের ৩০% ভোগ করেন। বিপরীতে ভাগ্যবান ১০% মার্কিনীরা তদীয় সম্পদের ৭০% ভোগ করেন। প্রেসিডেন্ট, সিনেট বা কংগ্রেস নির্বাচন দূরে কথা, সাধারণ লোকাল নির্বাচনের ব্যয় নির্বাহের ক্ষমতা ৯০% মার্কিনীর নাই। তাই শোষণ যন্ত্র ভেঙ্গে ফেলার গণতন্ত্র ৯০% মার্কিনীর নেই, তবে ১০% এর প্রতিনিধিত্বকারী কোন দল শোষণ যন্ত্রটি চালাবে, তা নির্ধারণের ব্যবস্থা মার্কিন নির্বাচনে করা হয়। বর্তমান মার্কিন বুর্জোয়া গণতন্ত্র হলো বুর্জোয়া একনায়কতন্ত্র। তাই মিডিয়ার আধিপত্য খড়বো এবং নির্বাচন ব্যয় হ্রাস করে সাধারণ মানুষের আওতায় নিয়ে এসে ৯০% সাধারণ মার্কিনীরা যাতে নিজ শ্রেনী থেকে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেন, সেই গণতন্ত্র, অর্থ্যাৎ সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলছে।

অনেক শব্দের সংজ্ঞার মতো ভিন্নমত "সাম্রাজ্যবাদ" শব্দের সংজ্ঞা নিয়ে বিভ্রান্তিতে আছে। মধ্যযুগের মতো সৈন্য পাঠিয়ে বর্তমান কালে বাজার দখলের প্রয়োজনীয়তা নাই। কয়েক যুগধরে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ফলে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশ সমূহ নিঃশেষ ও শক্তিহীন। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ চলে এসেছে, কিন্তু রেখে এসেছে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেনীর প্রতিক্রিয়াশীল এক তাবোদার গোষ্ঠি এবং সাম্প্রদায়িকতা। তাছাড়া নব্য সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি করেছে বিশ্বব্যাপক নামের এক অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান, যার শর্ত সমূহ সৈনিকের কাজ করে। এর উপারে রয়েছে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সমূহ। তারপর রয়েছে প্রযুক্তি স্থাতান্তর ও উন্নয়নের নামে তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ লুট।

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের রেখে আসা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেনীর তাবোদার গোষ্ঠির একজন হলেন ডঃ বিপ্লব পাল। তিনি আবার শ্রেষ্ঠত্বমূল্য (Superiority-complex) ভোগেন। তিনি যা বুঝেন বা জানেন অথবা গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন তাই ধ্রুব সত্য মনে করেন। তিনি মার্ক্সবাদকে পরিত্যক্ত এবং নৃবিজ্ঞানকে কবির কল্পনা ঘোষণা করেছেন। ইসলামিষ্ট শব্দের অভিধানিক অর্থ বাতিল করে, তার অর্থ করেছেন মৌলবাদ। মুক্তমনায় তার প্রথমদিকের লেখা পড়ে আমার এক বন্ধু মন্তব্য করেছিলেন, "ডঃ পাল ভিন্নমত আদর্শের লোক" উক্ত মন্তব্যের যথার্থতা তিনি প্রমাণ করেছেন। তার সাম্রাজ্যবাদ প্রেম এবং ইসলাম বিদ্বেষ সমালোচনা করায় সেতারা হাশেমকে ইসলামিষ্ট ও সুডো সমাজতন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। তার বিভিন্ন লেখায় সোশাল ডারইউনিজম অর্থ্যাৎ নব্য ব্রাঙ্কণবাদী এক মানুষের চিত্র ফুটে উঠে।

ডঃ পাল, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনার যদি দাঁতের রোগ হয়, তবে কি হার্টের ডাক্তারের কাছে যাবেন, কারণ উভয় বিষয়ই চিকিৎসা বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত। এই বিষয়টা যদি বুঝেন, তবে জেনেটিক,

নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের পার্থক্য বুঝবেন। নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের প্রত্যেকটির আবার দু'টি ভাগ আছে, যথাঃ ফিজিক্যাল ও সোশাল। উভয়ের "ফিজিক্যাল" অংশটি জেনেটিক বিজ্ঞানের সাথে যুক্ত, যার উদহারণ স্বরূপ দু'টি গ্রন্থ আপনি উল্লেখ করেছেন। ভারতের বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদদের একজন রাহুল সংকুতায়ন। তার একটা গবেষণা লব্ধ পেপার, যা বই আকারে প্রকাশ হয়েছে, নাম "ভলগা সে গঙ্গা"। আলোচ্য পুস্তকে ভলগা নদীর অববাহিকা থেকে পশু পালক এবং ঘোড়ার ব্যবহার জ্ঞান সম্পন্ন যাযাবর আর্যদের ভারত আগমন ও সিন্ধু অববাহিকা সভ্যতার উপর আধিপত্য বিস্তারের কারণ ও প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিষয়টি হলো নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের "সোশাল" অংশ। ডারইউন, মর্গান ও মার্ক্স যথাক্রমে প্রাণীবিদ্যা, নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের আইকোন। সময়ের ব্যবধানে তাদের মূল তত্ত্বের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন হয়েছে এবং হওয়াটা স্বাভাবিক।

ডঃ পাল ভাল ভাবে জীবনযাপনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ অনেকগুলি ডিগ্রী নিয়ে উচ্চ বেতনে কর্পোরেট পুজির সেবায় আত্মনিয়োগ করে পুজির মুনফা বৃদ্ধি করে চলছেন। আপনার জ্ঞান পুজির মুনফা মূখী, মানব কল্যানমূখী নয়। তাই জীবিকার জন্য উচ্চ ডিগ্রী, আর জ্ঞান অর্জন এক জিনিষ নয়। আপনার কার্যক্ষেত্র ও চিন্তার পরিধি বিজ্ঞানের গবেষণাগার। আর রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আমার কার্যক্ষেত্র মানব সমাজের খোলা সংশ্রয় এবং চিন্তার পরিধি খোলা সংশ্রয়ের ঘাত-প্রতিঘাত। সমাজের সংশ্রয় যন্ত্র তুল্য। যন্ত্রের জীন থাকে না। তাই জেনেটিক বিষয় আমার বিবেচ্য নয়। যথাযথ জ্ঞানের অভাব হেতু বিষয়টি আপনার বোধগম্য হচ্ছে না। তাই আপনি শিক্ষিত অজ্ঞ।

সেতারা হাশেম

০৮/২০/০৫